ফ টো ফি চা র

প্রতিবন্ধীরা পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সকল স্তরে তাদের অধিকার চায়। কিন্তু সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি না বদলালে বদলাবে না এই দৃশ্যপট। রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, পারিবারিক বৈষম্যের শিকার প্রতিবন্ধীরা তাদের মনন, মেধা ও যোগ্যতার স্বীকৃতি চায়। সাপ্তাহিক ২০০০ প্রতিবন্ধীদের এই অবস্থার পরিবর্তন চায়। এডিডি বাংলাদেশ দীর্ঘদিন ধরে প্রতিবন্ধীদের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে চেষ্টা চালাচ্ছে। নিচ্ছে অসংখ্য সক্রিয় উদ্যোগ। এখন থেকে **সাপ্তাহিক ২০০০** ও **এডিডি বাংলাদেশ** যৌথভাবে প্রতিবন্ধীদের বিষয়ে জনসচেতনতা তৈরির জন্য একটি বিভাগ নিয়মিতভাবে প্রকাশ করবে...

# প্রতিবন্ধিত্ব এবং যুদ্ধ

■ সুন্দর এই শিশুটির সুস্থ ও দীর্ঘ জীবন ছিলো তার অধিকার। কিন্তু পরাশক্তি বোমার আঘাতে শিশুটি দুই পা হারিয়ে এখন প্রতিবন্ধী। শিশুটির জীবন এখন অনিশ্চয়তায় ভরা। শিশুটির এই প্রতিবন্ধিতার জন্য কে দায়ী?

■ বিশ্বব্যাপী মানুষ যুদ্ধ বিরোধী বিক্ষোভ করেছে। বিশ্বজনমতকে উপেক্ষা করে ইরাকে হাজার হাজার টন বোমা ফেলা হয়েছে। যার শিকার এই শিশুটিসহ অসংখ্য সাধারণ মানুষ। বোমা হামলার নৃশংসতায় হারিয়ে গেছে এইসব মানুষের সুন্দর জীবনের স্বপ্ন।

■ প্রতিবন্ধিত্বের অন্যতম কারণ যুদ্ধ। ক্লাস্টার বোমার আঘাতে অসংখ্য ইরাকি শিশু প্রতিবন্ধিত্বের শিকার হবে। যা আন্তর্জাতিক সকল আইনের বিরোধী। এ সবের বিচার হবে কি?

■ যুদ্ধ নয়, শান্তি। শিশুটি একনায়ক, গণতন্ত্র বোঝে না। সে চেয়েছে নিশ্চিত ভবিষ্যৎ। কিন্তু বোমা শিশুটির স্বাভাবিক জীবন কেড়ে নিয়েছে। শূন্য দৃষ্টিতে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে আছে সে। শিশুটি আজ প্রতিবন্ধী।

■ আজীবন শান্তিকামী মহাত্মা গান্ধীর মূর্তির পাশে বুশের হিংস্রতার ব্যঙ্গাত্মক মূর্তি। মারণাস্ত্রের কাছে মানুষ যখন অসহায়, তখন প্রতিবাদের ভাষা এরচেয়ে ভাল কি হতে পারে?

■ বোমায় ক্ষতবিক্ষত শিশুটি ফটোগ্রাফারদের ক্যামেরার ফ্লাশে আরও ভীত। ডাক্তার ফটোগ্রাফারদের ক্যামেরার ফ্লাশ থেকে শিশুটিকে রক্ষা করছে। ডাক্তারদের মতে সারা জীবন অস্বাভাবিক মানুষ (প্রতিবন্ধী) হয়ে বেঁচে থাকবে।

■ একহাত কেটে বাদ দেয়া হলেও সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার প্রতিজ্ঞায় উজ্জ্বল টগবগে ইরাকি এক তরুণ।

■ যুদ্ধ কোনো সমাধান নয়, যুদ্ধ অকারণে হত্যা করে অসংখ্য মানুষ। প্রতিবন্ধী হয় অসংখ্য মানুষ। সকলের উচিত যুদ্ধের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো।

সাপ্তাহিক ২০০০-এডিডি বাংলাদেশের যৌথ উদ্যোগ